দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...
DEC 26 200

ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা না করা নিয়ে বিএনপিতে মতবিরোধ

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা না করা প্রশ্নে সরকারের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে মতবিরোধ চলছে। নীতিনির্ধারকদের একাংশ জাতীয় সংসদের মাধ্যমে আইন করে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পক্ষে। অন্য অংশটি চায় যত দ্রুত সম্ভব নতুন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 'পরিশোধিত ছাত্রদল' গড়তে। সরকারসংশ্লিষ্ট এ দু'টি অংশ ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা বা না করার দু'টি সম্ভাবনা সামনে রেখেই কাজ করছে। এদিকে আগামী পয়লা জানুয়ারি ছাত্রদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী হলেও দিনটি পালনের কোন উদ্যোগ এখনও নেই।

চারদলীয় জোট সরকার গঠনের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল বিএনপি ও সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ছাত্রদলের ক্যাডার-নেতারা হল দখল, মস্তানি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজিসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে সরকার ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করে। কমিটির কার্যক্রম স্থগিত

(১১: পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

ছাত্র রাজনীতি বন্ধ-করা

(১২-এর পাতার পর)

করা হলেও ক্যাডার-নেতাদের অপকর্ম বন্ধ হয়নি। ছাত্রদলের মস্তানদের বাড়াবাড়ির মুখে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বর্তমান সংসদের প্রথম অধিবেশনে 'প্রয়োজনে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেয়ার' হুমকি দেন। তাঁর এ বক্তব্যের পর বিভিন্ন মহলে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পক্ষে-বিপক্ষে বিতর্ক শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রীর ওই ঘোষণার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন প্রতিবাদ কর্মসূচী পালন করে। ছাত্রলীগ 'পারলে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের' চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি।

পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের দিন প্রধানমন্ত্রী ভবনে বেগম জিয়া আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতিতেই ছাত্রদলের স্থগিত কমিটির সভাপতি নাসিরউদ্দিন পিন্টুর নেতৃত্বে ক্যাডাররা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের বিষয়টি আবার সামনে চলে আসে। খোদ সরকার ও সরকারি দলের মধ্যেও এ বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে। একই সাথে ওই অপকর্মের জন্য পিন্টুকে হাওয়া ভবনে ডেকে কড়া গালমন্দ করা হয়েছে।

ছাত্র রাজনীতি বন্ধের সমর্থক ও প্রতিপক্ষ– উভয় মহলই নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থানের পক্ষে সরকারের নীতিনির্ধারকদের ওপর চাপ দিয়ে চলেছে। ছাত্র রাজনীতি বন্ধের সমর্থকরা সংসদে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর ওই ঘোষণা কার্যকর করার কথা বলছেন, যাতে 'ছাত্র রাজনীতি বন্ধ' বলতে যেন 'শুধু ছাত্রদল বন্ধ' না হয়ে দাঁড়ায়। আওয়ামী লীগ সমর্থক ছাত্রলীগ ও জামায়াত সমর্থক ছাত্রশিবিরসহ অন্য ছাত্র সংগঠনগুলো বন্ধের কথাও বিবেচনায় রাখা হচ্ছে। একই সাথে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সংসদগুলোর নির্বাচন দেয়ার কথাও ভাবা হচ্ছে, যাতে প্রকৃত ছাত্ররা ছাত্র সংসদে গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে পারে।

অন্যদিকে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার বিপক্ষের ব্যক্তিরা বলছেন, ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা হলে তা বিএনপির জন্য বুমেরাং হতে পারে। তাঁরা কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি পদ থেকে পিন্টুকে সরিয়ে ছাত্রদল পুনর্গঠন এবং কাউন্সিলের মাধ্যমে কমিটি গঠনের কথা বলছেন। তাঁরা পরামর্শ দিচ্ছেন ছাত্রদলের গঠনতন্ত্র পুনর্বিন্যাস, গঠনতান্ত্রিক বিধান ছাত্রদলে কার্যকর করা, প্রকৃত ছাত্রদের ছাত্রদলের নেতৃত্বে আনা এবং মাঠ পর্যায় থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত গোটা ছাত্রদলে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য। এ অংশের সমর্থকরা আগামী মার্চ মাস নাগাদ জাতীয় কাউন্সিলের মাধ্যমে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনেরও পরামর্শ দিচ্ছেন। এ কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এমন নেতাদের বায়োডাটা সরকারী দলের দায়িত্বশীল একটি কর্তৃপক্ষ পর্যালোচনা করছে।